بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৭
১৭ নভেম্বর ২০১০

বাণী

পবিত্র ঈদুল আয্হা উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহ্কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাই।

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদুল আয্হা মহান আল্লাহ্র প্রতি অপরিসীম আনুগত্যের অনুপম নিদর্শন। মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল আঃ কে কোরবাণী করতে উদ্যত হয়ে হযরত ইব্রাহীম আঃ আল্লাহর প্রতি যে আনুগত্য ও ভক্তি প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এ ত্যাগ চির সমুজ্জ্বল ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। একটি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল সমাজ বিনির্মাণে ধৈর্য ও সহনশীলতা অপরিহার্য। ঈদুল আয্হার ত্যাগের মহান আদর্শ ও শিক্ষাকে আমাদের চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলিত করতে হবে। ঈদুল আযহা মুসলিম জাতির ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরো সুসংহত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পবিত্র ঈদুল আযহা সবার জন্য কল্যাণকর হোক।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৭
১৭ নভেম্বর ২০১০

বাণী

ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত পবিত্র ঈদ-উল-আয্হা উপলক্ষে আমি প্রিয় দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই-বোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের যে অনুপম দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্থাপন করে গেছেন, মুসলমানদের জন্য তা চিরকাল অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ কুরবানীকৃত পশু আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে সকলের মধ্যে সমতা প্রতিবিধান এবং পরহিতষ্ণুতার অনুশীলন করে থাকেন।

আসুন পবিত্র ঈদ-উল-আযহার মর্মবাণী উপলব্ধি করে আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে বিভেদ-বৈষম্যহীন একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা